যুগান্তর

তারিখ ..... 9 AUG 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

পাঠ্যবই ছাপা হবে বিদেশে

বিশেষ সংবাদদাতা

উচ্চমূল্যে বই ছাপানোর সিন্ডিকেট ভাঙতে সরকার এবার শক্ত পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। চীন, সিঙ্গাপুর অথবা ফিলিপাইন থেকে বই ছাপানো হবে। এসব দেশ থেকে বই ছাপলে ২৫% ব্যয় হ্রাসসহ আন্তর্জাতিক মানের ঝকঝকে ছাপা নিশ্চিত হবে। ইতিমধ্যে চীনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে আগামী বছর যথাসময়ে বিনামূল্যের বই তুলে দিতে গত বৃহস্পতিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তারা এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান। সরকারের উচ্চপর্যায়ের অনুমোদন নিতে এ সপ্তাহে প্রস্তাব পাঠানো হবে। মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ২০১০ সালের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, যদি সিন্ডিকেট করে অসহযোগিতা করা হয়, তাহলে সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইন থেকে বই ছাপিয়ে আনা হবে। এ ব্যাপারে সব ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. আক্তারুজ্জামান জানান, সরকার পাঠ্যবই দেশেই ছাপতে চায়। কারণ, সরকার দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশ চায়। এ কাজের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের জীবিকার বিষয়টিও জড়িত। কিন্তু এ অজুহাতে জাতিকে জাতীয় অর্থ বিনষ্ট বা কুক্ষিগত কিংবা মহল বিশেষের হাতে সরকারকে জিম্মি করার চেষ্টা হলে বরদাশত করা হবে না। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, চীনের স্থানীয় এজেন্ট ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়সহ এনসিটিবি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারা উন্নত কলাকৌশল ও আন্তর্জাতিক মানের ছাপার নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাদের দেয়া হিসাব অনুযায়ী চীন থেকে বই

ছাপা : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৮

ছাপা : পাঠ্যবই

ছেপে দেশে আনতে যে খরচ পড়বে তা দেশে ছাপা খরচের চেয়েও ২৫% কম। ফলে সরকারের কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় করাও সম্ভব হবে। তিনি জানান, দেশের গুটিকয়েক ছাপাখানার মালিক এ সেক্টরকে জিম্মি করে ফেলেছে। অথচ তাদের চেয়ে চীনের মেশিন শতগুণ ভালো। এ কর্মকর্তা বলেন, পুনঃদরপত্রেও যদি সর্বনিম্ন দর বেশি দেয়া হয় তাহলে বিদেশ থেকেই বই ছাপানো হবে।

সূত্র জানায়, প্রতি বছর বিনামূল্যের বইসহ জাতীয় পাঠ্যক্রম বোর্ডের (এনসিটিবি) বই ছাপানো নিয়ে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট চক্র কাজ করে। নেপথ্যে সহায়তা করে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের মহলবিশেষ। গোপনে কমিশন ভাগাভাগির হিসাব-নিকাশ থাকায় বাস্তব মূল্যের চেয়ে দর বেশি দেয়া হয়। আর এভাবে বই ছাপাতে গিয়ে প্রতি বছর সরকারকে মোটা অংকের অর্থ গচ্চা দিতে হয়। অথচ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে খরচের টাকার জোগান দেয়া হয়। সরকার আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দেয়ার ঘোষণা দেয়ায় সিন্ডিকেট চক্র এবার আরও তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রাথমিকের পাশাপাশি নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দেয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায় ৮ কোটির পরিবর্তে ২০ কোটি বই ছাপতে হবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে ৩০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাই সরকারকে জিম্মি করে অতিরিক্ত টাকা উসুলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দিতে হলে নভেম্বরের মধ্যে ছাপার কাজ শেষ করতে হবে। তাই অনেকটা নিরুপায় হয়ে সরকারকে মাধ্যমিকের বেশিরভাগ প্যাকেজে বেশি দর দিয়ে টেন্ডার কাজ শেষ করতে হয়েছে। কোন কোন প্যাকেজে গতবারের চেয়ে দ্বিগুণ দরে বই ছাপতে হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রাথমিকের জন্য ৪শ' প্যাকেজে বই ছাপানো হবে। এজন্য গত ৩০ জুন দরপত্র আহ্বান করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১২৮টি এবং অবশিষ্ট প্যাকেজ অন্যান্য বিভাগে বরাদ্দ করা হয়। ঢাকার ১২৮টির মধ্যে ১০৩টিতে বরাদ্দ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ঢাকার বাইরে ২৭২টির মধ্যে ৯টি প্যাকেজ বরাদ্দ করা গেছে। বাদপড়া ২৮৮টি প্যাকেজের কাজ দেয়ার জন্য পুনঃটেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ১৮ আগস্ট টেন্ডার জমা দেয়ার শেষ তারিখ। তবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আশংকা করছেন, সিন্ডিকেট চক্র প্রভাবশালী হওয়ায় বেশি ছাড়া কম দর পড়ার সম্ভাবনা নেই। এজন্য সরকার সিন্ডিকেট চক্র থেকে বেরিয়ে আসার বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিকের জন্য ছাপতে হবে ৭ কোটি ৮০ লাখ বই, মাধ্যমিকের জন্য ৭ কোটি ৬২ লাখ, ইবতেদায়ী ১ কোটি ১৮ লাখ, দাখিলে ১ কোটি ৪৫ লাখ এবং কারিগরির জন্য লাগবে ১ কোটি ৮৫ লাখ।